আজকের কাগজ

তারিখ 2 1 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

27

প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে কালীগঞ্জে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে

সরকার সবার জন্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলেও লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ থানার বিভিন্ন এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাহত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাব এবং অধিকাংশ বিদ্যালয় ভবনের জরাজীর্ণ অবস্থার দরুন ব্যাহত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। এ ছাড়া এ থানায় ৬৬টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে ৪০টি বে-সরকারি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত বিদ্যালয় সরকারি করণের অপেক্ষায়। সরকারি কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন হওয়া সত্বেও এ বিদ্যালয়গুলো সরকারি করণ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। অপরদিকে অধিকাংশ সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। ফলে এ থানার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কালীগঞ্জ থানায় ৫৮টি সরকারি ও ৬৬টি বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৬-১০ বছর পর্যন্ত ৩৪ হাজার ১শ' ২৬ জন ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে। এখানে গড়ে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ৪ জন করে শিক্ষক রয়েছে। আবার কোনো কোনো বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রির সংখ্যা ৪শ' কিন্তু শিক্ষক রয়েছে মাত্র ২ জন। ছাত্রছাত্রীর তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা নগন্য। ফলে শিক্ষার অবনতি এবং স্কুলগুলোর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ বিদ্যালয়গুলো কাঁচা এবং দীর্ঘদিন যাবৎ প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাবে জীর্ণদশায় পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু বিদ্যালয় টিনের ছাউনি ও বাঁশের চাটাই দিয়ে নির্মিত। ঝড় বৃষ্টি হলেই এগুলোতে টেকা দায় হয়ে পড়ে। অনেক সরকারি ও বে-সরকারি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রিদের মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কিছু বিদ্যালয়ের সংস্কার সম্ভব হচ্ছে না ফলে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে 'ব্যাহত হচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি ১শ' ২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়নরত। প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। সরকার ঘোষিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ থানার বিদ্যালয় ও শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দেয়া একান্ত প্রয়োজন। কালীগঞ্জ থেকে দেবদাস রায়।